রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ৩০, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

মজুরী বোর্ড শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৪ মাঘ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৮ জানুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নম্বর ১৫-আইন/২০২৩।—বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৪০ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার উক্ত আইনের ধারা ১৩৯ এর অধীন 'রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ' শিল্প সেক্টর, অতঃপর উক্ত শিল্প সেক্টর বলিয়া উল্লিখিত, এর শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরী বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত নিম্নের তফসিলদ্বয়ে বর্ণিত নিম্নতম মজুরীর হারকে, নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, উক্ত শিল্প সেক্টরের শ্রমিক ও কর্মচারীর জন্য নিম্নতম মজুরী হার হিসাবে ঘোষণা করিল, যথা :—

তফসিল-ক

শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী হার

ক্রমিক নম্বর	শ্রমিক পদ বিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	মাসিক মূল মজুরী (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরীর ৩৫%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	পাহাড়ী ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরী (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	**দক্ষ (গ্রেড-১) :** ১। কম্পাউন্ডার ২। ক্যালেন্ডারম্যান (অপারেটর) ৩। ডিজেল ইঞ্জিন ড্রাইভার	৭৯০০/-	২৭৬৫/-	১৫০০/-	১৫০০/-	১০০০/-	১৪৬৬৫/-

মূল্য : টাকা ৮·০০

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
	৪। মোল্ডার ৫। ডাইসিংফার অপারেটর ৬। এনগ্রেভার (নকশাকারক) ৭। সেলাই মেশিন মেকানিক ৮। বেল্ট মেকার ৯। কার্পেন্টার (কাঠ মিস্ত্রি) ১০। পেন্টিং মেশিনম্যান ১১। লেদ ম্যান ১২। ইলেকট্রিশিয়ান ১৩। রোলারম্যান ১৪। ব্ল্যাকস্মিথ/কর্মকার ১৫। হেড টেন্ডল ১৬। শেপার (বুট, গামবুট, টিটি জুতা ইত্যাদি) ১৭। টিউব মেশিন অপারেটর ১৮। ট্রাক ও মটর ড্রাইভার ১৯। বয়লারম্যান ২০। সর্দার/যোগালী সর্দার	৭৯০০/-	২৭৬৫/-	১৫০০/-	১৫০০/-	১০০০/-	১৪৬৬৫/-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২।	**দক্ষ (গ্রেড-২) :** ১। টেপার ২। পালাদার/কিপার ৩। ট্রেম্যান ৪। হ্যজ্ঞারম্যান ৫। ফায়ারম্যান ৬। লোড-আনলোডম্যান ৭। সার-কীটনাশক স্প্রেম্যান ৮। নার্সারি শ্রমিক	৭২০০/-	২৫২০/-	১৫০০/-	১৫০০/-	১০০০/-	১৩৭২০/-
৩।	**অদক্ষ (গ্রেড-৩) :** ১। আইলেটিং মেশিন অপারেটর (হাতে) ২। স্ট্যাপ ফিটার ৩। স্ট্যাপ কাটার ৪। বিডওয়ার র‍্যাপার ৫। স্পঞ্জ সোল পানচার ৬। ক্লিনার ৭। ইস্ত্রিম্যান ৮। হেলপার ৯। সাধারণ শ্রমিক	৬৬০০/-	২৩১০/-	১৫০০/-	১৫০০/-	১০০০/-	১২৯১০/-

শিক্ষানবিশ শ্রমিকের ক্ষেত্রে :

(ক) শিক্ষানবিশকাল হইবে ৩ (তিন) মাস :

তবে শর্ত থাকে যে, একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে শিক্ষানবিশিকাল আরও ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করা যাইবে যদি কোনো কারণে প্রথম ৩ (তিন) মাস শিক্ষানবিশিকালে তাহার কাজের মান নির্ণয় করা সম্ভব না হয়।

(খ) শিক্ষানবিশিকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ শ্রমিক সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হইবেন; এবং

(গ) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ শ্রমিক মাসিক সর্বসাকুল্যে ৭৬০০/- (সাত হাজার ছয়শত) টাকা প্রাপ্ত হইবেন।

তফসিল-খ

কর্মচারীর নিম্নতম মজুরী হার

ক্রমিক নম্বর	শ্রমিক পদবিন্যাস ও শ্রেণি বিভাগ	মাসিক মূল মজুরী (টাকা)	বাড়ী ভাড়া ভাতা (টাকা) (মূল মজুরীর ৩৫%)	চিকিৎসা ভাতা (টাকা)	যাতায়াত ভাতা (টাকা)	পাহাড়ী ভাতা (টাকা)	সর্বমোট মজুরী (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১।	**গ্রেড-১ :** ১। হিসাবরক্ষক ২। স্টোরকিপার ৩। টাইমকিপার ৪। টাইপিস্ট ৫। ক্লার্ক ৬। টেলিফোন অপারেটর ৭। ড্রাইভার ৮। সেলসম্যান ৯। ক্যাশিয়ার	৮৮০০/-	৩০৮০/-	১৫০০/-	১৫০০/-	১০০০/-	১৫৮৮০/-
২।	**গ্রেড-২ :** ১। সহকারী হিসাবরক্ষক ২। স্টোর এসিসটেন্ট ৩। সহকারী টেলিফোন অপারেটর ৪। সহকারী ক্যাশিয়ার ৫। সহকারী ড্রাইভার	৭২০০/-	২৫২০/-	১৫০০/-	১৫০০/-	১০০০/-	১৩৭২০/-

(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৩।	<u>গ্রেড-৩ :</u> ১। পিয়ন ২। দারোয়ান ৩। নাইটগার্ড ৪। মালি ৫। সুইপার	৬৬০০/-	২৩১০/-	১৫০০/-	১৫০০/-	১০০০/-	১২৯১০/-

শিক্ষানবিশ কর্মচারীর ক্ষেত্রে :

(ক) শিক্ষানবিশিকাল হইবে ৬ (ছয়) মাস :

(খ) শিক্ষানবিশিকাল সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত হইবার পর শিক্ষানবিশ কর্মচারী সংশ্লিষ্ট গ্রেডের স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবেন; এবং

(গ) শিক্ষানবিশিকালে শিক্ষানবিশ কর্মচারী মাসিক সর্বসাকুল্যে ৭৬০০/- (সাত হাজার ছয়শত) টাকা প্রাপ্ত হইবেন।

শর্তাবলি :

১। তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী হার বাংলাদেশে অবস্থিত সকল এলাকার 'রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ' শিল্প সেক্টরের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২। তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত পদের অতিরিক্ত কোনো পদ সংশ্লিষ্ট শিল্পে পূর্ব হইতে বিদ্যমান অথবা পরবর্তীতে সংযোজিত হইলে উহা যথাযথ শ্রেণি বা গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

৩। তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত শ্রমিক ও কর্মচারী বর্তমানে যেই গ্রেডে কর্মরত রহিয়াছেন সেই গ্রেডেই তাহাকে স্থলাভিষিক্ত করিয়া এই মজুরী কাঠামোর সহিত সমন্বয়পূর্বক তাহার মজুরী নির্ধারণ করিতে হইবে এবং কোনো শ্রমিককে নিম্ন গ্রেডভুক্ত করা যাইবে না।

৪। এই প্রজ্ঞাপন জারির পরবর্তীতে উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিকগণ তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত পদবিন্যাস অনুযায়ী শ্রমিক ও কর্মচারীকে যথাযথ পদে সন্নিবেশিত করিয়া মজুরী রেজিস্টারভুক্তকরত মজুরী স্লিপ প্রদান করিবেন।

৫। তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত মজুরী মাসিক নিম্নতম মজুরী হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রদান করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা অধিক হারে মজুরী প্রদত্ত হইয়া থাকিলে তাহা হ্রাস করা যাইবে না।

৬। নিয়োগকর্তা বা মালিকপক্ষ ইচ্ছা করিলে স্ব-উদ্যোগে, এককভাবে বা যৌথ উদ্যোগে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কোনো শ্রমিক বা কর্মচারীকে অধিক হারে মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন।

৭। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিক বা কর্মচারী ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োজিত হইয়া মজুরী প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে উক্ত শ্রমিক ও কর্মচারী বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২(৬৫) অনুযায়ী 'শ্রমিক' বলিয়া গণ্য হইবেন। উক্ত শিল্প সেক্টরে কোনো শ্রমিক বা কর্মচারীর ঠিকাদারের নিকট প্রাপ্য পাওনাদির ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হইলে তাহার দায়-দায়িত্ব মালিক পক্ষের উপর বর্তাইবে এবং ঠিকাদার সরকার কর্তৃক শ্রমিক ও কর্মচারীর জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রদান করিতে পারিবেন না।

৮। শর্ত ৭ এ উল্লিখিত নিয়োগকারী ঠিকাদার বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ১২১, ১৫০ এবং ১৬১ এর বিধান অনুযায়ী মালিকের ন্যায় একইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৯। উক্ত শিল্প সেক্টরের মালিক যদি শ্রমিক ও কর্মচারীকে ফূরণভিত্তিক (Piece rate) মজুরী প্রদান করিয়া থাকেন, তবে তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত হারে ও উপরিউক্ত শর্তাধীনে মজুরীর হার এইরূপ হারে সংশোধন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর জন্য নির্ধারিত নিম্নতম মজুরী অপেক্ষা কম মজুরী প্রাপ্ত না হন।

১০। তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী ও বিভিন্ন ভাতা ছাড়াও শ্রমিক ও কর্মচারী কর্মরত প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য যে সকল অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও ভাতা প্রাপ্য হন উহা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক বলবৎ ও অব্যাহত থাকিবে।

১১। তফসিল-ক ও তফসিল-খ এ উল্লিখিত নিম্নতম মজুরী সমন্বয় করিয়া ১ (এক) বৎসর কর্মরত থাকার পর শ্রমিক ও কর্মচারীর মূল মজুরীর ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) হারে বাৎসরিক ভিত্তিতে মজুরী বৃদ্ধি পাইবে এবং পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় মূল মজুরীর ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) হারে বৃদ্ধি পাইবে।

ব্যাখ্যা : যদি একজন শ্রমিকের মূল মজুরী ৬৬০০/- (ছয় হাজার ছয়শত) টাকা হয় তবে, এক বৎসর কর্মরত থাকিবার পর তাহার বাৎসরিক মজুরী বৃদ্ধি পাইয়া মূল মজুরী ৬৯৩০/- (ছয় হাজার নয়শত ত্রিশ) টাকা নির্ধারিত হইবে এবং পরবর্তী বৎসরে ক্রমবর্ধমান হারে পুনরায় ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) হারে বৃদ্ধি পাইবে অর্থাৎ মূল মজুরী ৬৯৩০/- (ছয় হাজার নয়শত ত্রিশ) টাকার ৫% (শতকরা পাঁচ শতাংশ) বৃদ্ধি পাইয়া ৭২৭৬.৫০ (সাত হাজার দুইশত ছিয়াত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা নির্ধারিত হইবে।

১২। উক্ত শিল্প সেক্টরে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারী বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধান অনুযায়ী ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

১৩। এই প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কোনো বিষয় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ এর সহিত সাংঘর্ষিক হইলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফারজানা সুলতানা

উপসচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd